ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2009

Articles

The Role of Election Commission in Strengthening Democracy: Reforms and Constitutional Obligation

Justice under Judicial Review Power of the Court: A Comparative Study on Selected Countries

Different Provisions Relating to Aboriginal People's of the Sub-Continental Constitutional Laws: A Study

Parliamentary Election 1991 under First Caretaker Government: An Evaluation

The Unholy Delay of the Last Caretaker Government: Bangladesh is on the Verge of a Constitutional Crisis

Jurisdiction of the Supreme Court of Bangladesh in Terms of Writ: An Appraisal

Right against Trafficking of Women under the Constitution of Bangladesh

বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত ভাষা এবং উচ্চতর আদালতে এর ব্যবহার ঃ একটি আইনগত পর্যালোচনা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় ও প্রভাব ঃ সংবাদপত্রের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 06 2009

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

Faculty of Law
University of Rajshahi

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2009

Editorial Board

Editor **Dr. Begum Asma Siddiqua**
Professor, Department of Law & Justice

Member **Dr. M Habibur Rahman**
Professor, Department of Law & Justice

Dr. Muhammad Faiz-Ud-Din
Professor, Department of Law & Justice

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Associate Professor, Department of Law & Justice

Dr. Sayeeda Anju
Assistant Professor, Department of Law & Justice

Mr. M Sahal Uddin
Assistant Professor, Department of Law & Justice

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal
Faculty of Law
University of Rajshahi

Volume 06 2009

Published by
Dean
Faculty of Law
University of Rajshahi
Rajshahi-6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by
Md. Ariful Islam
Text Dot Com (TDC)
Farmgate, Motihar, Rajshahi-6212
Cell: 01711-951377

Printed At
Limon Offset Printing Press & Publication
Kadirgonj, Rajshahi.

Subscription Rates
For Individuals: TK 100.00 US$ 20 (without postage)
For Organisation: TK 150.00 US$ 30 (without postage)

[Published in August 2010]

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2009

Authors' Name	Article	Page
M Abdul Alim	The Role of Election Commission in Strengthening Democracy: Reforms and Constitutional Obligation	1-12
M Abdul Awal Khan	Justice under Judicial Review Power of the Court: A Comparative Study on Selected Countries	13-24
Dr. M Ahsan Kabir	Different Provisions Relating to Aboriginal People's of the Sub-Continental Constitutional Laws: A Study	25-40
Dr. M Anisur Rahman	Parliamentary Election 1991 under First Caretaker Government: An Evaluation	41-58
M Sahal Uddin	The Unholy Delay of the Last Caretaker Government: Bangladesh is on the Verge of a Constitutional Crisis	59-68
Dr. Mohammad Abdul Hannan	Jurisdiction of the Supreme Court of Bangladesh in Terms of Writ: An Appraisal	69-108
Dr. Sayeeda Anju	Right against Trafficking of Women under the Constitution of Bangladesh	109-126
নাহিদ ফেরদৌসী	বাংলাদেশের সংবিধানে নির্দেশিত ভাষা এবং উচ্চতর আদালতে এর ব্যবহার: একটি আইনগত পর্যালোচনা	127-144
মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় ও প্রভাব ঃ সংবাদপত্রের আলোকে একটি বিশ্লেষণ	145-178

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় ও প্রভাব ঃ সংবাদপত্রের আলোকে একটি বিশ্লেষণ

মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া*

সার সংক্ষেপ

Constitution is the supreme law of Bangladesh. The Government should think very carefully before making any fundamental changes in it. History tells us fundamental changes of the Constitution by unilateral action of the government have not brought any fruitful result. The Constitution (5th Amendment) Act was passed on 6 April 1979. This Act provided that all amendments, additions, modifications, substitutions and omissions made in the Constitution during the period between 15th August 1975 to 9th April 1979 by any Proclamation or Proclamation Order of the Martial Law Authorities had been validly made and would not be called into question in or before any court or tribunal or authority on any ground whatsoever. The High Court Division by its monumental judgment declared the fifth amendment of the constitution illegal and unconstitutional. This decision was upheld by the Appellate Division with some observations and modifications. The Appellate Division elucidated the merits and demerits of the 4th and 5th amendment. It condoned many of the provisions of the 5th amendment which otherwise was devoured by the 4th amendment. 4th Amendment of the Constitution brought major changes. The presidential form of government was introduced in place of the parliamentary system; a one-party system in place of a multi-party system was introduced; the powers of the parliament were curtailed; the judiciary lost much of its independence; the Supreme Court was deprived of its jurisdiction over the protection and enforcement of fundamental rights. Some analysts are of the view that discarding the 5th amendment will have a domino effect on the other Constitutional amendments and the country could encounter politico-constitutional anarchy. Even if the Government insulates the other amendments by some logic (which is difficult to achieve) all decisions made by the Government of Bangladesh between 15th August 1975 to 9th April 1979 will be annulled. Bangladesh will absurdly exist without any political decision, domestic and international, for the period between 15th August 1975 to 9th April 1979. This article is an attempt to examine the critical evaluation of the 4th and 5th amendment of the constitution and impact of the 5th amendment case.

---

* সহকারী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর হতে যে সংবিধানের যাত্রা শুরু, সময়ের পরিক্রমায় সেই সংবিধান এখন পর্যন্ত ১৪টি সংশোধনীর ভার বহন করে চলেছে। সংবিধান একটি রাষ্ট্রের মৌলিক দলিল, জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে এই সংবিধানের মাধ্যমেই।[১] অবস্থা, সময় ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংবিধানকে গতিশীল করতে, সম্ভাব্য সাংবিধানিক সংকট দুর করতে, জনগণের অধিকার ও স্বার্থকে আরো সুনিশ্চিত করতে, সর্বোপরি সুশাসনের সম্ভাবনা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যেই সংবিধান সংশোধিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিকাশ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ সংবিধানের বেশীরভাগ সংশোধনীই নেয়া হয়েছে সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কিংবা অবৈধ ক্ষমতা আইনানুগ করার জন্য।[২] যদিও কিছু কিছু সংশোধনীতে জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশ সংবিধানের প্রত্যেকটি সংশোধনীই কোন না কোন ঘটনা অথবা দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। ৫ম সংশোধনী আইন সেরকম একটি প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন।[৩] বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর থেকেই সংবিধান সংশোধনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়।[৪] প্রথম অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল নিবর্তনমূলক আটক ও জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান সংযোজনের মাধ্যমে। সংবিধানের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিবর্তন সাধিত হয় ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে।[৫] অনেক আইন বিশেষজ্ঞ[৬] মনে করেন,

---

১ Barrister Nazir Ahmed, "Bangladesh: Comtempory Debates for Fundamental Changes of the its Current Constitution", available at *http://www.sonarbangladesh .com/article. php?/ID-1628* accessed on 10-01-10.

২ আসিফ নজরুল, "সংবিধান সংশোধনের চিন্তা কেন", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৯।

৩ এমাজ উদ্দীন আহমদ, "সংবিধানে পঞ্চম সংশোধন আইন", *দৈনিক যায়যায়দিন*, ২০ জুন ২০০৯, পৃ. ৪৯।

৪ জিবলু রহমান, "ঐতিহাসিক পঞ্চম সংশোধন এবং তার পক্ষ বিপক্ষ", *দৈনিক সংগ্রাম*, ৯ই মে ২০০৯, পৃ. ৯।

৫ *Ibid.*

৬ "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হাইকোর্টের অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি- টিএইচ খান", *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; এমাজ উদ্দীন আহমদ, "সংবিধানে পঞ্চম সংশোধন আইন", *দৈনিক যায়যায় দিন*, ২০ জুন ২০০৯, পৃ. ৪৯; ফতেহ আলী টিপু, "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে রাষ্ট্র সাংবিধানিক নৈরাজ্যের কবলে পড়বে, জনগণের প্রত্যাশা, ম্যান্ডেড ও পার্লামেন্টের ভারডিক্ট গৃহিত সাংবিধানিক সংশোধনী বাতিলের এখতিয়ার অন্য কারো নেই," *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; মওদুদ আহমেদ, "রাষ্ট্রের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রাখা হয়েছিল এই সংশোধনীর মাধ্যমে", *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; অলিউল্লাহ নোমান, "সাংবিধানিক সন্ধিক্ষনে বাংলাদেশ", *দৈনিক আমার দেশ*, ৪ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; ডঃ মাহবুব উল্লাহ, "১৯৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ সেক্যুলারিজম", *দৈনিক আমার দেশ*, ৩ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৬; M Abdul Latif Mondol, "Amending the Constitution", *The Daily Star*, 14 October 2009, p. 11; Dr. KMA Malik, "Changes of Bangladesh Constitution: what the Govt is upto", available at *http://www.sonarbangladesh.com/article.php?/ID-1615* accessed on 10/1/10; Md. Abdul Halim, 'The Judgement of 5th Amendment Case,

সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর প্রয়োজন হতো না, যদি ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরন না করা হতো। যদিও তারা[৭] ৫ম সংশোধনীকে ৪র্থ সংশোধনীর বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশার উজ্জীবন হিসাবে মনে করেন,[৮] তারপরেও ৫ম সংশোধনী সমালোচনার উর্ধে নয়। বাংলাদেশ সংবিধানে এ পর্যন্ত যতগুলো সংশোধনী আনা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, বিতর্কিত এবং সুদূরপ্রসারী সংশোধনী ছিল ৪র্থ ও ৫ম সংশোধনী।[৯] এদেশে ৪র্থ সংশোধনী পাশের মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল[১০] এবং ১৯৭২ সালে গঠিত বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোই বদলে দেয়া হয়েছিল।[১১] ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে সামরিক শাসনের প্রথমপর্ব শুরু হয়। সামরিক শাসনের এই প্রথম পর্ব ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক আইন জারী করা হলেও সংবিধান স্থগিত করা হয়নি। সংবিধানকে সামরিক শাসনের সাপেক্ষে ও অধীনে রাখা হয় এবং বিভিন্ন আদেশের মাধ্যমে সংবিধানকে সামরিক সরকারের ইচ্ছামত পরিবর্তন করা হয়। সাংবিধানিকভাবে এবং আইনগত দিক দিয়ে এসকল পরিবর্তন ও সংশোধন সম্পূর্ণ অবৈধ। কারণ, সংবিধান সংশোধন করতে পারে শুধুমাত্র সংসদ। সামরিক আইন চলাকালে রাষ্ট্রপতির সংবিধান সংশোধন করার কোন ক্ষমতা থাকে না, যদিনা সংবিধানে বিপরীত মর্মে কিছু বলা থাকে। কিন্তু এ সকল পরিবর্তনের বৈধতা সম্পর্কে পরবর্তিতে কেউ যেন কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে তার জন্য সামরিক আইন চলাকালীন ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদের মাধ্যমে ১৯৭৯

Withdrawal of Appeale and Pitfalls', *The Financial Express*, 14 May 2009; বশীর মেহেদী, 'সংবিধানের ৫ম সংশোধনী: কার লাভ, কার ক্ষতি?' *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ জানুয়ারী ২০১০; Asad Hossain Choudury, "Testing the Validity of 5th and 7th Amendment of the Constitution *57 DLR* 2005, Jr. 6; গোলাপ মুনীর, "পঞ্চম সংশোধনী বিতর্ক, সংবিধান ও বাস্তবতা", *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৮ মে ২০০৯, পৃ. ৭।

৭ *Ibid.*

৮ 'পঞ্চম সংশোধনী বাতিল মামলা: দু-পক্ষ মুখোমুখি', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৬ মে ২০০৯, প্রথম পৃষ্ঠা।

৯ '৫ম সংশোধনী মামলার রায় বিভাজন', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ মে ২০০৯, পৃ. ২।

১০ ডঃ মাহবুব উল্লাহ, "১৯৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ সেক্যুলারিজম", *দৈনিক আমার দেশ*, ৩ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৬; মোঃ আব্দুল হালিম, "সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ," ১৯৯৮, পৃ. ১০৬ থেকে ১২৩; Sheikh Hafizur Rahman Karzon, "Revival of Original Constitution is the Way to Move Forward; *The Daily Star*, 1 November, 2003.

১১ আসিফ নজরুল, "সংবিধান সংশোধনের চিন্তা কেন," *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৯; মাহমুদুল ইসলাম, *Constitutional Law of Bangladesh*, পৃ. ৪০৬; M Abdul Latif Mondol, "Amending the Constitution", *The Daily Star*, 14 October 2009, p. 11.

Scanned with CamScanner

সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে সংবিধান (৫ম সংশোধনী) আইন ১৯৭৯ পাশ করানো হয়। এই ৫ম সংশোধনী আইনটি অন্যান্য সাধারণ সংবিধান সংশোধনী থেকে ভিন্নতর ছিল। কারণ ৫ম সংশোধনী আইনটি আপনা-আপনি বা সরাসরি সংবিধানের কোন বিধানকে পরিবর্তন, সংশোধন বা বিলোপসাধন করেনি; বরং সামরিক শাসনামলে বিভিন্ন ফরমান ও আদেশ বলে বাংলাদেশ সংবিধানের যে সকল সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধতা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম উভয় সংশোধনীর মাধ্যমেই সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা ১৯৭২ সালে রচিত মূল সংবিধানের উদ্দেশ্যকেই বিনষ্ট করে। উভয় সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক কাঠামো ও দর্শন সম্পূর্ণ পাল্টে যায়।[১২] একটি মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট ৪র্থ সংশোধনীর তীব্র সমালোচনা করলেও সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে এটিকে অবৈধ ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকে।[১৩] ২০০৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগ *ইটালিয়ান মার্বেল লিমিটেড বনাম বাংলাদেশ সরকার* মামলার রায়ে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করেন।[১৪] রায়টিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাংবিধানিক ইস্যু এবং মতবাদের আশ্রয় নেয়া হয়েছে, যার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ আপীল বিভাগ গত ২৭-০৭-২০১০ ইং তারিখে প্রকাশিত তার পূর্ণাঙ্গ রায়ে দিয়েছেন। রায়ে ৫ম সংশোধনী বাতিল করার পক্ষে যেমন যুক্তি আছে তেমনি কিছু কিছু বিষয় বহাল রাখার পক্ষেও অকাট্য যুক্তি আছে। ৫ম সংশোধনী বাতিল করার আগে স্বভাবতঃই ৪র্থ সংশোধনীর বৈধতা ও অবৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৪র্থ সংশোধনীর যাবতীয় নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাবের[১৫] অবসান ঘটানো

---

১২ M. Abdul Latif Mondol, "Amending the Constitution," *The Daily Star*, 14 October 2009, p. 11.

১৩ ৩৩ ডি.এল.আর, ৩৮১; আসিফ নজরুল, *Op.cit.*

১৪ Writ Petition No- 6016 of 2000, *BLT* 2006 (Special Issue) (HCD), I.

১৫ ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়; সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে দেশের বৈধ দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়; সংসদ সদস্য না হলেও যে কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়; সংশোধনীর আওতায় রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করার ব্যবস্থা রাখা হলেও ঐ পদ্ধতিকে এতই কঠিন করা হয় যে, অভিশংসন অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, তাকে অভিযুক্ত করার প্রস্তাবের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার ২/৩ অংশ-এর সম্মতির প্রয়োজন হবে এবং অভিশংসিত করতে হলে সংসদের ৩/৪ অংশের ভোটের প্রয়োজন হবে; সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল বাকশালের অনুমোদন ব্যতীত কেউ রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য হতে পারবেন না, বা নতুন দলে যোগ না দিলে বর্তমান সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ হারাতে হবে বলে বিধান জারী করা হয়; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। দুটি দলীয় ও দুটি সরকারী মালিকানাধীন পত্রিকা ছাড়া সব পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হয়; মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যাপারে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়; তার পরিবর্তে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার লক্ষ্যে একটি সাংবিধানিক আদালত বা ট্রাইবুনাল গঠন করার জন্য সংসদকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়; রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে একক কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং তার অভিপ্রায়মাফিক তাদের

Scanned with CamScanner

হয়েছিল[১৬] এবং সংবিধানের চেতনা ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যই ৫ম সংশোধনী সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।[১৭] ৫ম সংশোধনী ৪র্থ সংশোধনীরই ফসল।[১৮] ৫ম সংশোধনী সম্পূর্নরুপে বাতিল না হওয়ায় আইনগত ও রাজনৈতিক অবস্থা কি দাঁড়ালো, ৫ম সংশোধনী পাশ হওয়ার আগে ও পরের অবস্থা কি ছিল এবং হাইকোর্ট বিভাগের রায় আপীল বিভাগ বহুলাংশে বহাল রাখায় বাংলাদেশের সাংবিধানিক অবস্থার প্রভাব কি হবে, আলোচ্য প্রবন্ধে সে সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৫ম সংশোধনী সম্বলিত সংবিধান ও ৪র্থ সংশোধনী সম্বলিত সংবিধানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী ৪র্থ সংশোধনী এবং ১৯৭৯ সালের ৬ই এপ্রিল সংবিধানের ৫ম সংশোধনী সংসদের নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই পাশ হয়। নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে একটি দলের পক্ষে এককভাবে সংবিধান পরিবর্তন করা সম্ভব। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাংলাদেশের সংবিধান ও মানুষের জন্য কোনোদিন কল্যাণ বয়ে আনেনি।[১৯] আমাদের দেশে সবগুলো সংশোধনীতেই সংশোধনী প্রস্তাবকে সাংবিধানিক প্রয়োজনীয়তার খাতিরে যতখানি প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী রাজনৈতিক মতামত প্রাধান্য পেয়েছে।[২০] সঙ্গতকারণে ৪র্থ সংশোধনী ও ৫ম সংশোধনীর মধ্যে বাংলাদেশের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের রয়েছে আদর্শগত ব্যবধান। একটি পক্ষ মনে করেন সংবিধানের ৫ম সংশোধনী আনা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা

অপসারণের অধিকারী হন। তিনি বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়োগ করার ও তাদের পদ থেকে অপসারণ করার ক্ষমতাধারী হন। পক্ষান্তরে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিধান সংযোজন করা হয়, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুমোদন, একদলীয় শাসনের বিলোপ ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্তন, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নির্ধারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ, সমাজতন্ত্রকে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' অর্থে পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ, সংবিধানের প্রস্তাবনার সূচনায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযুক্তকরণ, বাংলাদেশের নাগরিকদের 'বাংলাদেশী' হিসাবে অভিহিতকরণ, রাষ্ট্রপতির নিরুঙ্কুশ ভেটো ক্ষমতার বিলোপ সাধন, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ, জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি।

১৬ 'পঞ্চম সংশোধনী বিতর্ক, সংবিধান ও বাস্তবতা', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৮ই মে ২০০৯, পৃ. ৭।

১৭ Asad Hossain Choudury, "Testing the validity of 5th and 7th Amendment of the Constitution", *57 DLR* (2005), p. Jr 42.

১৮ "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলে রাষ্ট্র সাংবিধানিক নৈরাজ্যের কবলে পড়বে, জনগণের প্রত্যাশা, ম্যান্ডেড ও পার্লামেন্টের ভারডিক্টে গৃহিত সাংবিধানিক সংশোধনী বাতিলের এখতিয়ার অন্য কারো নেই," *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; 'পঞ্চম সংশোধনী বাতিল মামলা: দু-পক্ষ মুখোমুখি', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৬ মে ২০০৯, প্রথম পৃষ্ঠা।

১৯ আসিফ নজরুল, "সংবিধান সংশোধনের চিন্তা কেন", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ৯।

২০ এবিএম মুসা, "সংবিধান সংশোধনের রাজনৈতিক বিরোধীতা", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১লা অক্টোবর ২০০৯, সম্পাদকীয় পাতা।

Scanned with CamScanner

করার পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৯এপ্রিল পর্যন্ত খন্দকার মোশতাক আহমদ, বিচারপতি সায়েম ও জেনারেল জিয়া যতগুলো অপকর্ম করেছিলেন সেগুলোকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়ার জন্য,[২১] আবার অন্যপক্ষ মনে করেন ৫ম সংশোধনী ও ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থানের মধ্যে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই এবং তাদের মতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে দেশে যে একধরণের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছিল, কোনো না কোনভাবে এর অবসান ঘটে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, এর মাধ্যমে দেশে স্থিতিশীল সরকার ব্যবস্থা কায়েম হয়, দেশ সাংবিধানিক শাসনে ফিরে আসার পথ খুঁজে পায়।[২২] সে পথ ধরেই অবসান ঘটে সামরিক শাসনের। নির্বাচনের মধ্যদিয়েই গঠিত হয় একটি সংসদ। আর এই নির্বাচিত সংসদেই সংবিধানের ৫ম সংশোধনী পাশ হয়। যারা ৪র্থ সংশোধনী পাশ করিয়েছিলেন তাদের মতে সংবিধানকে উপেক্ষা করে ন্যায়বিচার, নীতিবহির্ভূতভাবে আইনের শাসনকে পদদলিত করে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকে কলঙ্কিত করা হয়েছে,[২৩] জঙ্গীবাদকে উস্কিয়ে দেয়া হয়েছে এবং জাতিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়া হয়েছে।[২৪] অপরদিকে বলা হয় ৪র্থ সংশোধনী এদেশের মানুষের উপর যে যুলুম করেছিল, ৫ম সংশোধনী তা থেকে মানুষকে উদ্ধার করেছিল।[২৫] মতাদর্শগত কারণে পরস্পর বিরোধী সংলাপ বাংলাদেশের রাজনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৭২ সালের সংবিধান গৃহিত ও অনুমোদিত হবার মাত্র ৭ মাসের মাথায় এতে প্রথম সংশোধনী আনা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছিল তাদের বিচার অনুষ্ঠান দ্রুততর করাই ছিল এই সংশোধনীর মূল লক্ষ্য।[২৬] ১৯৭৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সংবিধানের ২য় সংশোধনী পাশ হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে নিবর্তনমূলক আটক ও জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত সংবিধান পাশ করা হয়।[২৭] ফলে মানুষের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা খর্ব হয়। ২য় সংশোধনীর আরো ৬৭ দিন পরে ১৯৭৩ সালের ২৮শে নভেম্বর বাংলাদেশের কতিপয় ভূখণ্ড ভারতের নিকট হস্তান্তরের জন্য শাসনতন্ত্রে ৩য় সংশোধনী আনা হয়।[২৮]

---

২১ এজেডএম আব্দুল আলী, "পঞ্চম সংশোধনী, সামরিক আইন ও মওদুদ আহমদ", *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ মে ২০০৯, সম্পাদকীয় পাতা।

২২ "পঞ্চম সংশোধনী বিতর্ক, সংবিধান ও বাস্তবতা," *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৮ মে ২০০৯, পৃ. ৭।

২৩ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, "পঞ্চম সংশোধনী ইতিহাসের রায়," *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৩০ মে ২০০৯, পৃ. ৭।

২৪ মাসুদা ভাট্টি, "বিএনপির রাজনৈতিক দেওলিয়াত্ব ও সংবিধানের ৫ম সংশোধনী", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৯ মে ২০০৯, পৃ. ৭।

২৫ জিবলু রহমান, "ঐতিহাসিক পঞ্চম সংশোধনী এবং তার পক্ষ বিপক্ষ", *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ মে ২০০৯, পৃ. ৯।

২৬ Art. 2, *The Constitution (First Amendment) Act*, 1973, Act No XV of 1973.

২৭ সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩।

২৮ সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪।

Scanned with CamScanner

১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী সংসদে ৪র্থ সংশোধনী অনুমোদন করা হয়। এর ফলে দেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার ব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রপতিকে ভেটো প্রদানের অসীম ক্ষমতা দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রদান করলে ঐ বিল সংসদ পুনরায় বিবেচনা করতে পারবেনা বলে সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়। ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে বাকশাল নামে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলকে দেশের বৈধ দল হিসাবে ঘোষণা করা হয়;[২৯] সংসদ সদস্য না হলেও যে কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়;[৩০] সংশোধনীর আওতায় রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করার ব্যবস্থা রাখা হলেও ঐ পদ্ধতিকে এতই কঠিন করা হয় যে, অভিশংসন অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন, তাকে অভিযুক্ত করার প্রস্তাবের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার ২/৩ অংশ-এর সম্মতির প্রয়োজন হবে এবং অভিশংসিত করতে হলে সংসদের ৩/৪ অংশের ভোটের প্রয়োজন হবে;[৩১] সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল বাকশালের অনুমোদন ব্যতীত কেউ রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্য হতে পারবেন না, বা নতুন দলে যোগ না দিলে বর্তমান সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ হারাতে হবে বলে বিধান জারী করা হয়;[৩২] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। দুটি দলীয় ও দুটি সরকারী মালিকানাধীন পত্রিকা ছাড়া সব পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়; দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হয়; মৌলিক অধিকার বলবৎ করার ব্যাপারে বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়; তার পরিবর্তে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার লক্ষ্যে একটি সাংবিধানিক আদালত বা ট্রাইবুনাল গঠন করার জন্য সংসদকে কর্তৃত্ব দেয়া হয়;[৩৩] বিচার বিভাগের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়;[৩৪] রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে একক কর্তৃত্ব লাভ করেন এবং তার অভিপ্রায়মাফিক তাদের অপসারণের অধিকারী হন। তিনি বিচার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিয়োগ করার ও তাদের পদ থেকে অপসারণ করার ক্ষমতাধারী হন।[৩৫]

অন্যদিকে ৫ম সংশোধনী আইন ১৯৭৯-এর ২নং ধারা বলে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে ১৮নং অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯

---

২৯ Art. 117 (A), *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

৩০ Art. 58, *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

৩১ Art. 53, 54, *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

৩২ Art. 117(A), *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

৩৩ Art. 44, *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

৩৪ Art. 95, 96, *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

৩৫ *Ibid.*

Scanned with CamScanner

সালের ৯ই এপ্রিল তারিখের মধ্যে প্রণীত সকল ফরমান, আদেশ, সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ ও অন্যান্য আইন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে অনুরূপ কোন ফরমান দ্বারা এই সংবিধানের যে সকল সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, বিলোপ সাধন করা হয়েছে তা এবং অনুরূপ কোন ফরমান, সামরিক আইন, প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ বা অন্য কোন আইন হতে আহরিত বা আহরিত বলে বিবেচিত কোন ক্ষমতা বলে অথবা অনুরূপ কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে বা অনুরূপ বিবেচনায় কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত কোন দন্ডাদেশ কার্যকর বা পালন করার জন্য উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত আদেশ, কৃতকাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ এতদ্বারা অনুমোদিত বা সমর্থিত হয় এবং ঐ সকল আদেশ, কাজকর্ম, ব্যবস্থা বা কার্যধারাসমূহ বৈধভাবে প্রণীত, কৃত বা গৃহিত হয়েছে বলে ঘোষিত হয় এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়।[৩৬]

১৮নং অনুচ্ছেদের শেষোক্ত কথাটি পুরোপুরিভাবেই আইনের শাসনের পরিপন্থী। যে পরিস্থিতিতেই ক্ষমতা গ্রহণ করা হোক না কেন, সামরিক শাসন সংবিধানের পরিপন্থী। সামরিক শাসনের অস্তিত্ব সংবিধানে স্বীকার করা হয়নি এবং ৫ম সংশোধনী মামলার রায়েও সেটিই গুরুত্ব পেয়েছে। সংশোধনীর মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণকে বৈধ করা, সামরিক শাসনকে বৈধ করা কিংবা ফৌজদারী অপরাধের বিচার কার্যক্রম ঠেকানোর জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে বৈধতা দেয়া কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সেটিই করা হয়েছে। তারপরেও ৪র্থ সংশোধনীর প্রেক্ষাপটে ৫ম সংশোধনীর কিছু কিছু বিধান সংবিধানকে গুরুত্ববহ করেছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অনুমোদন,[৩৭] একদলীয় শাসনের বিলোপ ও বহুদলীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্তন,[৩৮] রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নির্ধারণে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ,[৩৯] সমাজতন্ত্রকে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' অর্থে পুনঃসংজ্ঞায়িতকরণ, সংবিধানের প্রস্তাবনার সূচনায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযুক্তকরণ,[৪০] বাংলাদেশের নাগরিকদের 'বাংলাদেশী'

---

৩৬ *The Constitution (Fifth Amendment) Act*, 1979.

৩৭ See, *The Political Parties Regulations*, 1976.

৩৮ *Ibid.*

৩৯ See, *The Proclamations (Amendment) Order*, 1977.

৪০ *Ibid.*

Scanned with CamScanner

হিসাবে অভিহিতকরণ,[৪১] রাষ্ট্রপতির নিরুঙ্কুশ ভেটো ক্ষমতার বিলোপ সাধন, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ পদ্ধতির পরিবর্তন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

৪র্থ সংশোধনী সমৃদ্ধ সংবিধান ও ৫ম সংশোধনী সমৃদ্ধ সংবিধানের মধ্যে মুখ্য ব্যবধান হলো-

(১) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের শুরুতে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সংযোজন করা হয় কিন্তু চতুর্থ সংশোধনী পর্যন্ত কথাটি সংবিধানে ছিল না।

(২) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিলুপ্ত করে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সংবিধানে এ বিধান সংযোজন করে বলা হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে জাতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। পক্ষান্তরে ৪র্থ সংশোধনী পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।

(৩) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয় নাগরিকত্ব হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এতে বিভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলোর নিজেদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে ৪র্থ সংশোধনী পর্যন্ত নাগরিকত্ব ছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ।

(৪) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এক দলীয় বাকশাল থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ফিরে পায় নিজেদের দলীয় রাজনীতির সুযোগ। ফলে দেশে আবার, পুরানো রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের রাজনীতি শুরু করে, গঠিত হয় নতুন অনেক রাজনৈতিক দল। অন্যদিকে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় বাকশালের বিধান করা হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। সব রাজনৈতিক দল বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪২]

(৫) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদটি পুনঃ স্থাপন করে হাইকোর্ট বিভাগে রিট আবেদন দায়েরের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়। অন্যদিকে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১০২ নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করে হাইকোর্ট বিভাগে রীট আবেদন করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়।[৪৩] ফলে কারো মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে প্রতিকার চেয়ে উচ্চ আদালতে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

---

৪১ *Ibid.*

৪২ ডঃ মাহবুব উল্লাহ, "১৯৭২ এর সংবিধানের প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ সেক্যুলারিজম", *দৈনিক আমার দেশ*, ৩ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৬।

৪৩ Art. 102, *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

Scanned with CamScanner

(৬) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়, অন্যদিকে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ স্থগিত করা হয়।[৪৪] ফলে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার উপভোগের কোনরকম নিশ্চয়তা ছিলনা।[৪৫]

(৭) বিচার বিভাগের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ৪র্থ সংশোধনী ছিল বড় ধরণের একটি প্রতিবন্ধকতা। ৫ম সংশোধনী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকাংশে নিশ্চিত করেছিল।[৪৬] ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতিদের চাকরী রাষ্ট্রপতির অধীন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে সাংবিধানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিচারপতিদের বরখাস্তের/অপসারণের প্রয়োজন হলে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের সাংবিধানিক বিধান করা হয় ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে। ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারপতিদের চাকরি রাষ্ট্রপতির অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছিল। বিচারপতি নিয়োগ ও অপসারণের একক কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয়েছিল। এতে সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীনতা ছিল না। যদিও প্রথম সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ ও বরখাস্তের ক্ষেত্রে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের বিধান রাখা হয়েছিল। ৪র্থ সংশোধনীতে এগুলো বিলুপ্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে সব ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল।

(৮) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে মানুষ বাক স্বাধীনতা ফিরে পায়। পত্রিকা প্রকাশনা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, প্রকাশ হতে থাকে বন্ধ হওয়া পত্রিকাগুলো। পরবর্তী সময়ে আরো নতুন নতুন অনেক পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া চালু হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে ৪টি দৈনিক পত্রিকা রাখার বিধান করা হয়েছিল। ফলে ৪টি বাদে সব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেকার হয়েছিল কয়েক হাজার সাংবাদিক ও কর্মচারী।

(৯) ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সংগঠন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি করার সুযোগ পায়। প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল।

---

৪৪ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর প্রতিস্থাপিত ৪৪ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎ করবার জন্য সংসদ আইনের দ্বারা একটা সাংবিধানিক আদালত, ট্রাইবুনাল অথবা কমিশন প্রতিষ্ঠিত করার বিধান করা হয়। আবার ১০২ অনুচ্ছেদ বলে হাইকোর্ট বিভাগ যেন মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তুলতে না পারে, কোন আদেশ-নির্দেশ না দিতে পারে তারজন্য মূল সংবিধানের ১০২(১) অনুচ্ছেদ বাদ দিয়ে দেয়া হয়।

৪৫ মোঃ আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, রিকো প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১১৪।

৪৬ Sheik Hafizur Rahman Karzon, "Revival of Original Constitution is the Way to Move Forward", *The Daily Star*, 1 November 2003.

৪র্থ ও ৫ম সংশোধনী নিয়ে যত সমালোচনাই করা হোকনা কেন, উভয়েরই কিছু কিছু ইতিবাচক দিক আছে। রায়ে আপীল বিভাগ ৫ম সংশোধনী পুরোপুরি বাতিল না করে তার ইতিবাচক দিকগুলো সংবিধানে স্থান করে দিয়ে সরকারকে দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং সরকার যদি আন্তরিকভাবে সংবিধান পুন:সংশোধনের মাধ্যমে সেই বিধানগুলোকে মূল্যায়ন করে, তাহলে গণমানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন সংবিধানে ঘটবে বলে অনেকে মনে করেন।[৪৭]

৫ম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত মামলা

ইটালিয়ান মারলেন ওয়ার্ক কোং লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাকসুদ আলমের নিয়ন্ত্রাধীন ১১ নং ওয়াইজ ঘাটের মুন সিনেমা হলটি ১৯৭৩ সালে এক সরকারী আদেশের মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সরকার এ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে তা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের নামে বরাদ্দ দেয়। বরাদ্দ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট সম্পত্তির দখল স্বত্ব বুঝে নেয়। ১৯৭৪ সালে মাকসুদ আলম এ সরকারী আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত তারপক্ষে সিনেমা হলসহ সম্পত্তির মালিকানা ঘোষণা করেন।[৪৮] আদালতের ডিক্রি পেয়েও মাকসুদ আলম তার জমির মালিকানা বুঝে নেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর মাকসুদ আলম আবারো সম্পত্তির দখলস্বত্ব বুঝে নেয়ার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করেন। ১৯৭৬ সালে মাকসুদ আলমের নামে মালিকানা ঘোষনা করে এর দখল বুঝে নেয়ার জন্য আদালত হুকুম জারী করেন,[৪৯] কিন্ত সরকার পক্ষ তখন কালক্ষেপন করেন এবং দখলস্বত্ব বুঝিয়ে দেননি। ১৯৭৭ সালের সামরিক সরকার মার্শাল রেগুলেশন (৭) আইন জারী করেন এবং এর মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তির স্থিতিবস্থা বজায় রাখেন।[৫০] এ ফরমানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে সরকারী আদেশের মাধ্যমে যেসব সম্পত্তি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভূক্ত করা হয়েছে, সেসব সম্পত্তির মালিকানা দাবী করে কেউ মামলা করতে পারবেনা এবং আদালত কারো পক্ষে ডিক্রী জারী করলেও তা কার্যকর হবে না। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত ফরমানকে সংবিধানের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর কারণে পরবর্তী মাকসুদ আলম মুন সিনেমা হলের দখল স্বত্ব বুঝে নিতে পারেন নাই। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে মাকসুদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উল্লেখ করে এর

৪৭ মোঃ নূরুল আমিন, "সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়া ও কিছু কথা", *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ মে ২০০৯, পৃ. ৯।

৪৮ মোঃ নূরুল আমিন, "সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল হওয়া ও কিছু কথা," *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ মে ২০০৯, পৃ. ৯।

৪৯ See The Judgement of writ pettition no. 67 of 1976 (HCD), Dated 15.6.1977.

৫০ মোঃ নূরুল আমিন, "সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হওয়া ও কিছু কথা", *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ মে ২০০৯, পৃ. ৯।

Scanned with CamScanner

বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০০০ সালে হাইকোর্টে একটি রীট মামলা দায়ের করলে ঐদিন হাইকোর্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনী ও এর আওতাধীন সকল ফরমানের বৈধতার প্রশ্নে সরকারের প্রতি রুলনিশী জারী করেন। দীর্ঘ ৫ বছর পর ২০০৫ সালের মে মাসে এ রুলের উপর শুনানী হয় এবং জুলাই মাসে এ রীটের শুনানী শেষে ২৯ আগস্ট হাইকোর্ট রায়ে সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে বাতিল ঘোষণা করেন।[৫১] রায় ঘোষণার পর সরকার আপীল বিভাগে এর বিরুদ্ধে আপীল করে। আপীল বিভাগ লিভ-টু-আপীল মঞ্জুর করেন এবং হাইকোর্টের রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেন। ইতিমধ্যে সরকার পরিবর্তন হয়। গত ০২-০১-২০১০ ইং তারিখে, ক্ষমতাসীন সরকারের তরফ থেকে এ্যাটর্নী জেনারেল আপীল বিভাগকে জানান যে সরকার এই মামলা চালাতে আগ্রহী নয়। সুতরাং হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারের দায়ের করা যে আপীলটি পেন্ডিং রয়েছে, সেই আপীলটি সরকার প্রত্যাহার করে নিতে চায় । গত ০৩-০১-২০১০ইং তারিখে আপীল বিভাগ ক্ষমতাসীন সরকারের আপীল প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং এ মামলায় পক্ষভূক্তির জন্য বিএনপি মহাসচিব ও সুপ্রীম কোর্টের তিন আইনজীবির লিভ-টু-আপীল শুনানীর জন্য ১৮-০১-২০১০ ইং তারিখ ধার্য করেন।[৫২] পরবর্তীতে টানা কয়েকদিন শুনানী শেষে গত ০২-০২-২০১০ ইং তারিখে আপীল বিভাগের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মো: তাফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে ছয়জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ হাইকোর্টের দেয়া রায় সংশোধন করে ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে লিভ টু আপীল খারিজ করে দেন। সর্বোচ্চ আদালত সংক্ষিপ্ত রায়ে বলেন, 'Petitions are dismissed with modifications and observations'. ফলে আপীলে হাইকোর্টের রায়ই বহাল থাকে।[৫৩] তবে হাইকোর্টের রায়ে কি সংশোধন ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে তা আদালত তখন বলেননি এবং পূর্ণাঙ্গ রায় পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে বলে আদালত ঘোষণা দেন ।[৫৪] যারা লিভ-টু-আপীলে পক্ষভূক্তির জন্য আবেদন করেছিলেন, এই ধরনের গুরুত্বপূর্ন মামলায় তাদের অন্তর্ভূক্ত করে রায় প্রদান করলে রায়টির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেতো।

---

৫১ *Bangladesh Italian Marble Works Ltd. Vs. Government of Bangladesh (2005)*, Writ Pettition No. 6016 of 2000, Special Issue, 2006 BLT (HCD), I.

৫২ "৫ম সংশোধনীর উপরে আপীল প্রত্যাহার আবেদন মঞ্জুর", *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৪ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; "৫ম সংশোধনী বাতিলে হাইকোর্টের রায় বহাল", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

৫৩ নাজমুল আহসান রাজু, 'হাইকোর্টের রায়ের সংশোধন ও পর্যবেক্ষণসহ লিভ টু আপীল খারিজ', *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

৫৪ নাজমুল আহসান রাজু, 'হাইকোর্টের রায়ের সংশোধন ও পর্যবেক্ষণসহ লিভ টু আপীল খারিজ', *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

সংক্ষিপ্ত রায় ঘোষনার প্রায় সাত মাস পর আপীল বিভাগ সংশোধন ও পর্যবেক্ষণসহ গত ২৭-০৭-২০১০ ইং তারিখে পূর্ণাঙ্গ রায় ঘোষনা করেন।[৫৫]

হাইকোর্ট বিভাগের রায়

২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এবিএম ফজলে কবির-এর সমন্বয়ে হাইকোর্ট বেঞ্চ সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন।[৫৬] এই রায়ে ২১ দফা পর্যবেক্ষণ ঘোষণা করা হয়।

এই রায়ের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো -

১. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খন্দকার মোস্তাক কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ, দেশের সামরিক আইনজারী এবং ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট জারীকৃত ফরমান বলে মোস্তাক কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল অবৈধ এবং সংবিধানের লঙ্ঘন। তাই পরবর্তীতে ঐ প্রেসিডেন্টের সমস্ত কার্যকলাপ অবৈধ।[৫৭]

২. ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম কর্তৃক প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ ছিল সংবিধান বহির্ভূত কাজ। সুতরাং সেটি ছিল অবৈধ ও বেআইনী। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে তার নিয়োগও ছিল সংবিধানের লঙ্ঘন, অবৈধ এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। ফলে তার পরবর্তী সমস্ত কার্যকলাপও অবৈধ।[৫৮]

৩. ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর তৃতীয় ফরমান বলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটিও ছিল বেআইনী। ফলে পরবর্তীতে সম্পাদিত তাদের যাবতীয় কার্যক্রমও ছিল অবৈধ।[৫৯]

৪. বিচারপতি সায়েম কর্তৃক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ এবং তার নিকট প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল অবৈধ ও সংবিধান বহির্ভূত। সঙ্গতকারণে এই ধরণের প্রেসিডেন্টের সমস্ত কাজ এখতিয়ার বহির্ভূত এবং অবৈধ।[৬০]

---

৫৫ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-24

৫৬ *Bangladesh Italian Marble Works Ltd. Vs. Government of Bangladesh (2005),* Writ Pettition No. 6016 of 2000, BLT Special Issue (HCD), I.

৫৭ হাইকোর্টের রায়ের ৯ নং দফা।

৫৮ হাইকোর্টের রায়ের ১০ নং দফা।

৫৯ হাইকোর্টের রায়ের ১১ নং দফা।

Scanned with CamScanner

৫. সংবিধানে গণভোটের কোন ব্যবস্থা নাই। তাই প্রেসিডেন্ট হিসাবে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য জিয়াউর রহমান যে গণভোট অনুষ্ঠান করেন, সেটিও অবৈধ ও বাতিলযোগ্য।[৬১]

৬. সংবিধান লঙ্ঘন আইনের চোখে একটি গুরুতর অপরাধ এবং চিরদিনই অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে থাকবে। একে কখনো আইনগতভাবে বৈধ করা যাবে না।[৬২]

৭. ১৯৭৭ সালের ৭ নং মার্শাল ল' রেগুলেশন অবৈধ ও আইনের শাসন এর লঙ্ঘন।[৬৩]

৮. *ডকট্রিন অব স্টেট নেসেসিটি* অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনী গলদ মার্জনা করা হয়েছে। সে কারণে ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫ থেকে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সময়ে যা কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, তা অতীত ও রুদ্ধ ঘটনাবলী হিসাবে মার্জনা করা হয়। কিন্তু সে মার্জনা আইনগত বিবেচনায় মোটেই নয়, শুধু প্রজাতন্ত্রের স্বার্থে; যার লক্ষ্য হচ্ছে সামরিক বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি এড়ানো। রায়ে আরো বলা হয়েছে মার্জনার বিষয়টি ঐসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেখানে সংবিধানের বিধানাবলী বিলোপ করা হয়েছে।[৬৪]

৯. সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৬,[৬৫] ৮,[৬৬] ৯,[৬৭] ১০,[৬৮] ১২,[৬৯] ২৫,[৭০] ৩৮[৭১] ও ১৪২[৭২] মূল সংবিধানের মতই বহাল থাকবে। এসব অনুচ্ছেদ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্জনার কোন প্রশ্নই

---

৬০ হাইকোর্টের রায়ের ১২ নং দফা।

৬১ হাইকোর্টের রায়ের ১৩ নং দফা।

৬২ হাইকোর্টের রায়ের ১৯ নং দফা।

৬৩ হাইকোর্টের রায়ের ১৪ নং দফা।

৬৪ হাইকোর্টের রায়ের ২০ নং দফা।

৬৫ ১৯৭২ এর সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাঙ্গালী' বলিয়া পরিচিত হইবেন"।

৬৬ ১৯৭২ সালের সংবিধানে ৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিসমূহ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে" ৫ম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার অর্থে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হইবে।'

আরো বলা হয়েছে "... আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করবেন ... আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে।"

৬৭ ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে - "রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎসাহ দান করিবেন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক শ্রমিক ও মহিলাদের যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধি দেয়া হইবে"। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই বিধানগুলো ছিলনা। ৫ম সংশোধনী বিলুপ্তির ফলে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আর থাকবে না, উপরন্তু জাতীয় জীবনে মহিলাদের বিশেষ অংশগ্রহণ বাতিল হবে।

৬৮ ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদ: "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।"

Scanned with CamScanner

আসবেনা। এছাড়া দ্বিতীয় ফরমান আদেশ দিয়ে ১৯৭৬ সালের ৪ নম্বর আদেশ সংশোধিত ৯৫ অনুচ্ছেদটি বৈধ ও বহাল হিসাবে গণ্য হবে।[৭৩]

---

৬৯ ১৯৭২ সালের প্রণীত সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদটি ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অনুচ্ছেদটি ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা উহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।"

৭০ ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ "জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা - এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র -

(ক) শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবেন;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠণের অধিকার সমর্থন করবেন;

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবেন।

এবং ৫ম সংশোধনীতে ২৫ নং অনুচ্ছেদের সাথে একটি অংশ যোগ করা হয়। এতে বলা হয় ২৫(২) অনুচ্ছেদের আলোকে রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষন এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হইবেন।"

৭১ ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে ... সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে, তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষানুযায়ী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্যকোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবেনা।" এই অনুচ্ছেদ শুধু ধর্মীয় নাম নয় বরং ধর্মীয় দর্শন বা ধর্মীয় বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত যেকোন রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে কোন দল, সমিতি গঠন এবং এর সদস্য হওয়ার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তটি বাতিল করা হয়।

৭২ ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, "সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধন করা যাবে - তবে শর্ত থাকে যে,

(১) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার ২/৩ অংশ ভোটে গৃহিত না হলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপন করা যাবে না।

(২) কোন বিল সংসদে গৃহিত হওয়ার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হলে উপস্থাপনের ৭ দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করবেন এবং তিনি সম্মতি দান না করলে অথবা অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে বিলটিতে তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এ বিধানের পাশাপাশি ৮, ৪৮ ও ৫৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের জন্য গণভোটের বিধান সংযোজন করা হয়।

৭৩ হাইকোর্টের রায়ের ২১ নং দফা।

Scanned with CamScanner

আপীল বিভাগের রায়

গত ২৭-০৭-২০১০ ইং তারিখে সাবেক প্রধান বিচারপতি মো: তাফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে ছয়জন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ হাইকোর্টের দেয়া রায় সংশোধন করে ও পর্যবেক্ষণ দিয়ে ১৮৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেন। সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোস্তাক আহমদ, বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকে অবৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উল্লেখিত সময়ে বিভিন্ন সরকারের জনস্বার্থে ও জনকল্যানমুলক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বহাল রাখার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সুপ্রীম কোর্ট। রায়ে সামরিক শাসন ও অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে এবং অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারীকে কঠোর শাস্তি বিধানের পক্ষেও অভিমত দেয়া হয়েছে। আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের যে বিষয়গুলোর উপর 'সংশোধন ও পর্যবেক্ষণ' সাপেক্ষে মতামত দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো----

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে

নাগরিকত্ব সম্পর্কিত সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে 'বাঙালীর' পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' করা হয়েছিল। হাইকোর্ট বিভাগ এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে প্রতিষ্ঠিত '৭২-এর সংবিধানে প্রবর্তিত বাঙালী জাতীয়তাবাদ পুনর্বহালের পক্ষে রায় দেন। তবে আপীল বিভাগ পাসপোর্ট ও অন্যান্য নথিপত্র সংশোধনের ঝক্কি-ঝামেলা ও মানুষের দুর্ভোগের কারণ দেখিয়ে নাগরিকত্বের প্রশ্নে হাইকোর্ট বিভাগের রায় সংশোধন করে 'বাংলাদেশী' শব্দটি বহাল রাখার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন।

ক্ষমতা দখলকারীদের প্রশ্নে

আপিল বিভাগে রায়ের পর্যবেক্ষণে অবৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখল প্রসঙ্গে বলা হয়, সর্বোচ্চ আদালত সামরিক আইন (মার্শাল ল') জারি করে ক্ষমতা দখল ও সংবিধান স্থগিত করাকে জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচনা করেছে। আদালত অসাংবিধানিক কোন কর্মকান্ড কোনোভাবেই সমর্থন করেনা । আদালত মনে করেন, যারা অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করে, তাদের বিচার হওয়া উচিত এবং জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব কাজের নিন্দা জানানো উচিত। ভবিষ্যতে যাতে কোনো অতি উৎসাহী এবং অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সংবিধান ও নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করার ঔদ্ধত্য না দেখায়, এ জন্য আদালত সংবিধানবহির্ভূত কর্মকান্ডকে চিরতরে বিদায়

Scanned with CamScanner

জানানোর জন্য জাতীয় সংসদকে এ বিষয়ে শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন[৭৪] এবং ভবিষ্যতে কোনভাবেই কোন নীতি বা ডক্ট্রিনের ভিত্তিতে সামরিক শাসনকে মুল্যায়ন করা যাবেনা বলে অভিমত দিয়েছেন।

হাইকোর্টের মার্জনার অধিকারের প্রশ্নে

আপীল বিভাগের রায়ে বলা হয়েছে, নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহার করে হাইকোর্ট কোন কিছু মার্জনা করতে পারবে কিনা তা ইতিমধ্যে সুপ্রীমকোর্টের মাধ্যমে সুরাহা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যেকোন পরিস্থিতিতে আদালত যেকোন আদেশ দিতে পারবেন। জনগনের দুর্ভোগ লাঘবের কথা বিবেচনা করে আপীল বিভাগ সংবিধানের ১৫০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রান্তিকালীন অবস্থা বিষয়ে হাইকোর্টের রায় কিছুটা সংশোধন করেছেন। এ ক্ষেত্রে হাইকোর্টের রায় সংশোধন করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়কালে জনগণের অধিকার খর্ব করে না, এমন সব নির্বাহী কর্মকান্ড বৈধতা দিয়েছে আপিল বিভাগ। দ্বিতীয়ত. 'এমন ধরনের কৃতকর্ম, যা নাগরিকের অধিকার খর্ব করেনা।' তৃতীয়ত, 'ঐ সময়ে জনগনের অধিকতর কল্যান নিশ্চিত করার জন্য সকল কর্মকান্ড'। চতুর্থত, 'রাষ্ট্র পরিচালনার দৈনন্দিন কাজ, যা যে কোনো বৈধ সরকারও করে থাকে। পঞ্চমত, 'সেই সমস্ত আইন বা বিধি যা মূল সংবিধানের আদলে গৃহীত হয়েছিল।[৭৫]

বিচারপতিদের অপসারণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের প্রশ্নে

১৯৭৫ সালে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগে ৯৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রধান বিচারপতির পরামর্শের বিধান রহিত ও ৯৬ নং অনুচ্ছেদে বিচারক অপসারণে ইমপিচমেন্টের বিধান রদ করা হয়। সুপ্রিমকোর্টকে বাদ দিয়ে,সরকার দ্বারা অধস্তন আদালত নিয়ন্ত্রণের জন্য ১১৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হয়। ১৯৭৬ সালে বিচারপতি সায়েম ফরমান দিয়ে ৯৫ নং অনুচ্ছেদে মূল সংবিধান থেকে প্রধান বিচারপতির পরামর্শের বিধান ফিরিয়ে আনেন। এছাড়া বিচারপতি অপসারণে সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন ও সংবিধানের ১১৬ নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগীয় কর্মচারীরা বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন উল্লেখ করে সংশোধন করেন। এ ব্যাপারে হাইকোর্ট '৭২-এর মূল সংবিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণে বিচারপতি সায়েমের জারি করা ফরমান পুনর্বহাল করেন। অর্থাৎ প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শের বিষয়টি পূন:প্রতিষ্ঠিত করেন। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত এই বিধান আগের বিধান থেকে স্বচছ এবং বিচার বিভাগের স্বধীনতার রক্ষাকবচ

---

৭৪ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-24.

৭৫ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-24.

Scanned with CamScanner

বিধায় সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগও প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণের বিষয়ে ৫ম সংশোধনীর এই বিধানটি বহাল রাখেন।[৭৬]

মৌলিক অধিকার সংরক্ষনের প্রশ্নে

রায়ে আপীল বিভাগ বলেছেন মৌলিক অধিকার কার্যকরের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আসতে পারাটাও মৌলিক অধিকার। কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীতে বলা হয়, মৌলিক অধিকার কার্যকর করতে সংসদ আইনের দ্বারা একটা সাংবিধানিক আদালত, ট্রাইবুনাল বা কমিশন গঠন করতে হবে। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ৪৪ ও ১০২ নং অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয় এবং এর মাধ্যমে মৌলিক অধিকার কার্যকরে বাংলাদেশের নাগরিকরা সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার অধিকারী হয়। হাইকোর্ট বিভাগ তার রায়ে রীট অধিকারের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা না দিলেও আপীল বিভাগ তার রায়ে আইনের শাসন, জনগনের কল্যান ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির স্বার্থে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত মূল সংবিধানের ৪৪ ও ১০২ নং অনুচ্ছেদ সংযোজনকে মার্জনা করেন।[৭৭] ফলে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত সংশ্লিষ্ট বিধান বাতিল হলো।

বহুদলীয় গনতন্ত্রের প্রশ্নে

আপীলের রায়ে বলা হয়েছে, জাতীয় দল শিরোনামে সংবিধানের ৬ ভাগে ১১৭(ক) নং অনুচ্ছেদ ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজন করা হয়। যদিও গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহনের অধিকারকে অস্বীকার করা যায়না এবং ৪র্থ সংশোধনীর ১১৭(ক) নং অনুচ্ছেদ সংবিধানের ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। ১১৭(ক) নং অনুচ্ছেদটি ১৯৭৫ সালের ৮ই নভেম্বর সামরিক ফরমানের মাধ্যমে বাতিল করা হয়। এ বাতিল ঘোষনাও মার্জনা করা হয়েছে।[৭৮] ফলে ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত একদলীয় শাসন সংক্রান্ত বিধান আপীল বিভাগের রায় বাতিল ঘোষিত হয় এবং সামরিক ফরমানের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপ স্বীকৃতি পায়।

---

৭৬ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-24.

৭৭ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-24.

৭৮ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-24.

Scanned with CamScanner

গনভোট সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতার প্রশ্নে

৭২' এর সংবিধানে সংবিধান সংশোধনের জন্য কোন গনভোটের বিধান ছিলনা। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয়েছিল, সংবিধানের প্রস্তাবনার অথবা ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০, ৯২(ক) নং অনুচ্ছেদ অথবা অনুচ্ছেদের কোন বিধান পরিবর্তন করতে হলে সংসদ যথেষ্ট নয় বরং গনভোটেও পাশ করাতে হবে। অনুচ্ছেদগুলো পরিবর্তনের ব্যাপারে আপীল বিভাগ কিংবা হাইকোর্ট বিভাগ কতৃক প্রদত্ত রায়ে কোন নির্দেশনা নাই। তবে হাইকোর্ট কিছু বিষয় ছাড়া ৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষনা করায় এবং আপীল বিভাগ কিছু পর্যবেক্ষনসহ হাইকোর্টের রায়কে বহাল রাখায় অনুচ্ছেদগুলো মূল সংবিধানের আলোকে কার্যকর হবে এবং গনভোটের বাধ্যবাধকতা বিলুপ্ত হবে।

সংবিধানের কিছু বিধানের প্রশ্নে

হাইকোর্ট '৭২-এর মূল সংবিধানের ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ২৫, ৩৮ ও ১৪২ নং অনুচ্ছেদকে বহাল করার পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। কিন্তু আপিল বিভাগ সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে সংশোধনী গ্রহণ করে জাতীয় পরিচয় বাঙালীর পরিবর্তে বাংলাদেশী করেন। এছাড়া অন্যসব ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ ৮), স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠাগুলোর উন্নয়ন (অনুচ্ছেদ ৯), জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ (অনুচ্ছেদ ১০), ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ১২), আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন (অনুচ্ছেদ ২৫), সংগঠনের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৮), সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ১৪২) প্রসঙ্গে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখা হয়।[৭৯] এ ক্ষেত্রে মূল সংবিধানের যা আছে, তাই প্রযোজ্য হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি প্রসঙ্গেও আপীলের রায়ে কিছুই বলা হয়নি।

মামলার রায় ও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

এই রায় ঘোষনার পূর্বে বিচারকরা এই রায়ের প্রেক্ষাপট ঘোষণার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের গণতান্ত্রিক চরিত্রের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুস্পষ্টভাবে তারা বর্ণনা দিয়েছেন যে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ শাসিত হবে আইনের ভিত্তিতে সংগঠিত সরকার কর্তৃক, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা নয়। বাংলাদেশ সংবিধান হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সার্বভৌম জনসমূহের ইচ্ছার মূর্ত প্রকাশ এবং দেশের সর্বোচ্চ আইন।[৮০] দেশের অন্যান্য আইন বা বিধি অবশ্যই সংবিধান সম্মত হতে হবে। যদি তা

---

৭৯ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-22.

৮০ এমাজ উদ্দীন আহমদ, "সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন আইন," *দৈনিক যায়যায়দিন*, ২০ জুন ২০০৯, পৃ. ৪৯; 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-24.

Scanned with CamScanner

না হয় তাহলে সে আইন যতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ নয় ততোটা বেআইনী এবং অকার্যকর হবে।[৮১] কারণ যেকোন সংশোধনীই সংবিধানের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতাকে সমুন্নত রেখে প্রজাতন্ত্রের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতাকে বৈধতা দেয়।[৮২] ৫ম সংশোধনী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আপীল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায়কে কিছু সংশোধন ও পর্যবেক্ষণসহ বহাল রেখেছে।[৮৩] আপীল বিভাগের সংশোধন ও পর্যবেক্ষন এবং হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে উভয় রায়ের উপর ভিত্তি করে কিছু আশংকার কথা আলোচনা করা হলো-

(ক) ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় ও সংবিধানের বৈধতার প্রশ্নে

গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২২শে মার্চ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একটি আদেশ জারী করেন।[৮৪] এই আদেশ হলো বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ। এই আদেশে বলা হয় (১) ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের ১লা মার্চের মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী আসনগুলোতে বিজয়ী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে এবং (২) এই পরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে এবং এই সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশ পরিচালিত হবে।

সদ্য স্বাধীন হওয়া একটি যুদ্ধবিধস্ত দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নের নিমিত্তে এর চেয়ে কোন গণতান্ত্রিক পন্থা তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিকল্প হিসাবে সম্ভব ছিলনা। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়েই বাংলাদেশের সংবিধান তৈরী হয়েছিল। রায়ে বলা হয়েছে "বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র পরিচালিত হবে 'বাংলাদেশ'-এর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিয়ে, এই বিধি ভঙ্গ ... রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।[৮৫] আবার রায়ে বলা হয়েছে "বাংলাদেশ সংবিধান হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার প্রতিফলন।[৮৬] সংবিধান শুধু একটি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিই নয় বরং একটি স্বাধীন সার্বভৌম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, আকাংখা ও জাতিসত্তার পরিচয়ের প্রতিফলন থাকে

---

৮১ Article - 7, *The Constitution of Bangladesh.*

৮২ জিবলু রহমান, "ঐতিহাসিক পঞ্চম সংশোধনী এবং তার পক্ষ-বিপক্ষ", *দৈনিক সংগ্রাম*, ১২ মে ২০০৯, পৃ. ৯; 'পঞ্চম সংশোধনী বাতিল মামলা: দু'পক্ষ মুখোমুখি', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৬ মে ২০০৯, পৃ. ৬।

৮৩ নাজমুল আহসান রাজু, 'হাইকোর্টের রায়ের সংশোধন ও পর্যবেক্ষণসহ লিভ টু আপীল খারিজ', *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

৮৪ See, *The Constitution Assembly Order of Bangladesh,* 1972.

৮৫ হাইকোর্টের রায়ের ৬ নং দফা।

৮৬ হাইকোর্টের রায়ের ২ নং দফা।

Scanned with CamScanner

সংবিধানে।[৮৭] বাংলাদেশ সংবিধান যখন তৈরী করা হয়েছিল, তখন সময়ের দাবী ছিল যে নতুন সংবিধানটিতে জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিতকরণের জন্য গণভোটে পাশের জন্য সংবিধানকে ছেড়ে দেয়া হবে, কিন্তু গণভোট হয়নি। জননেতা মাওলানা ভাসানী বারবার গণভোটের দাবী করলেও, সংবিধান প্রণেতারা গণভোটে সংবিধানকে ছেড়ে দেননি।[৮৮] ১৯৭২ সালের ১৭ই এপ্রিল 'খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি'র প্রথম অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল স্তরের মানুষের মতামত যাচাইয়ের জন্য শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। এ ব্যাপারে মোট ৯৮টি সুপারিশ এসেছিল, তার মধ্যে একটি সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছিল।[৮৯] রায়ে আপীল বিভাগ ৫ম সংশোধনী কর্তৃক গৃহীত গনভোটের বিধান বাতিল করেছে। ফলে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গনমানুষের রায় নেয়ার সুযোগ থাকছেনা। সরকার সমাজতন্ত্রে ফিরে যাওয়া, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের মতো যে সংশোধনীর কথা বলছেন, তা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি মৌলিক পরিবর্তন। এজন্য গনভোটের (রেফারেন্ডাম) প্রয়োজন ছিল। কোন সরকার যদি এই দায় এড়ানোর কৌশল হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের রায়টি ব্যবহার করেন জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন সেক্ষেত্রে নাও ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে ৫ম সংশোধনী মামলার রায়ের সংশ্লিষ্ট যুক্তিগুলো বিবেচনায় নিলে, রায়ের আলোকে বাংলাদেশ সংবিধানের বৈধতা নিয়ে ভবিষ্যতে প্রশ্ন উঠার পথ উন্মুক্ত হবে।[৯০]

---

৮৭ আলহাজ আনাম, 'বিস্মিল্লাহ বলে ধর্মনিরপেক্ষতা', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১০ মে ২০০৯, পৃ. ৬।

৮৮ মোহাম্মদ মতিন উদ্দিন, "গণভোটে সংবিধান অনুমোদন ১৯৭২ সালেই উপেক্ষিত", *দৈনিক আমার দেশ*, ৮ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৮; Dr. KMA Malik, "Changes of Bangladesh Constitution: what the Govt is upto", available at *http://www.sonarbangladesh.com/article.php?/ID*-1615 accessed on 10/1/10.

৮৯ দেখুন, আবুল ফজল হক, "*বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*," ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৯৭-৯৮।

৯০ মোহাম্মদ মতিন উদ্দিন, "গণভোটে সংবিধান অনুমোদন ১৯৭২ সালেই উপেক্ষিত", *দৈনিক আমার দেশ*, ৮ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৮; Dr. KMA Malik, "Changes of Bangladesh Constitution: what the Govt is upto", available at *http://www.sonarbangladesh.com/article.php?/ID-1615* accessed on 10/1/10; 'ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিলে পরিণতী হবে ভয়াবহ: ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গে'- *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১২ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; Md. Abdul Halim, 'The Judgement of 5th Amendment Case, Withdrawal of Appeale and Pitfalls', *The Financial Express*, 14 May 2009; M. Shahidul Islam, 'Parliament, not Judiciary is Empowered to Change Constitution', *The Weekly Holiday*, 8 January 2010, Front page; ডঃ মাহবুব উল্লাহ, "১৯৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তন: প্রসঙ্গ সেক্যুলারিজম", *দৈনিক আমার দেশ*, ৩ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ৬।

Scanned with CamScanner

(খ) অবৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ব্যাখ্যার প্রশ্নে

রায়ে বলা হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের পর খন্দকার মোশতাক আহমেদের ক্ষমতা দখল, ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর বিচারপতি সায়েমের রাষ্ট্রপতির পদ দখল এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং ১৯৭৬ সালে বিচারপতি সায়েম কর্তৃক জেনারেল জিয়াকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ তৈরী সবই আইন বহির্ভূত পদক্ষেপ। শুধু তাই নয় ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত জারী করা সব সামরিক আইন বিধি, সামরিক আইন আদেশ ছিল বেআইনী, অসিদ্ধ এবং অকার্যকর।[৯১] দেশের সংকট বা ভয়ঙ্কর কোন গোলযোগ সংবিধান লঙ্ঘনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ হতে পারেনা। কোন সংকট দেখা দিলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় তার সমাধান আণয়ন প্রয়োজন, কেননা সংবিধান লঙ্ঘন ভয়ঙ্কর বেআইনী কাজ, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে হলেও কোনক্রমেই তাকে বৈধতা দেয়া যায় না। রায়ে আরো বলা হয় সংবিধানের বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ পরিচালিত হবে বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক; এই বিধি ভঙ্গ করে যদি কেউ, তিনি যত বড়ই হোন, নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা জবর দখল করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বা তাঁহারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।[৯২]

উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ নেই। তারপরেও কিছু আশংকা থাকে।

প্রথমত: চতুর্থ তফসিলে ৩(ক) অনুচ্ছেদ[৯৩] সংযোজনকে কেন্দ্র করে যে রায় তার প্রেক্ষাপট বিস্তৃত হয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তার ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন উল্লেখযোগ্য একটি দিন। বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বপরিবারে এই দিনে নির্মমভাবে নিহত হন। বিচারপতিগণ এই দিন থেকে বিশ্লেষণের সুত্রপাত করবার কারণ খন্দকার মোশতাক আহমদ এই

---

৯১ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', The Daily Star, 29 July 2010,

৯২ হাইকোর্টের রায়ের ১৯, ২০, ২১ ও ২২ নং দফা দ্রষ্টব্য।

৯৩ ৩ক। কতিপয় ফরমান বৈধকরন ইত্যাদি : ১৯৭৫ সালের ২০ আগষ্ট এবং ৮ নভেম্বরের ফরমানসমূহ ও ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বরের ৩য় ফরমান,এবং উহাদের সংশোধনকারী বা সম্পূরক অন্যান্য সকল ফরমান ও আদেশ, অতপর যাহা এই অনুচেছদে সমষ্টিগতভাবে উক্ত ফরমানসমূহ বলিয়া উল্লেখিত, এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে উক্ত ফরমানসহ বাতিল ও সামরিক আইন প্রত্যাহার করিবার তারিখের(উভয় দিনসহ) মধ্যে, অতপর যাহা এই অনুচেছদে উক্ত সময় বলিয়া উল্লেখিত, প্রনীত সকল সামরিক আইন প্রবিধান, সামরিক আইন আদেশ এবং অন্যান্য আইন বৈধরুপে প্রনীত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে এবং তৎসম্পর্কে কোন আদালত ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কারণেই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। বিস্তারিত দেখুন: চতুর্থ তফসিল, বাংলাদেশ সংবিধান অথবা 2nd Schedule of *The Second Proclamation Order, 1978* (Second Proclamation Order No.IV of 1978)

Scanned with CamScanner

দিনে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তবে বিশ্লেষণ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারীতে গৃহিত ৪র্থ সংশোধনী আইন থেকে শুরু হলে দেখা যেত ৪র্থ সংশোধনী আইনের ৩৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, একজন রাজনৈতিক নেতা নির্বাচিত না হয়েও রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের সংবিধানের ৪৮ নং অনুচ্ছেদে পরিবর্তন এনে বলা হয়েছে - "বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত হবেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রবেশ করলেন, কিছুক্ষণের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে জাতীয় সংসদ থেকে বেরিয়ে এলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে।[৯৪] ৪র্থ সংশোধনীর ৪৮ নং অনুচ্ছেদ অবহেলিত হলো।

চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়[৯৫]

> Bangabandhu Sheik Mujibur Rahman, Father of the nation, shall become, and enter upon the office of President of Bangladesh and shall, as from such commencement hold office as President of Bangladesh as if elected to that office under the Constitution as amended by this Act.

'নির্বাচিত হওয়া' এবং 'তিনি যেন নির্বাচিত হয়েছেন' দুটি এক কথা নয়, ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায়ে বিচারকগণ যেমন বলেছেন বাংলাদেশ সংবিধানে সামরিক আইন, সামরিক আইন আদেশ, 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক' শব্দগুলো নেই, ঠিক তেমনি 'তিনি যেন নির্বাচিত হয়েছেন' বা 'as if elected' শব্দগুলোও নেই।[৯৬] এ কারণে অনেকেই মনে করেন ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় পূর্বের শাসনামলকেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।[৯৭]

---

৯৪ 'সংসদে পাশ হওয়া পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করার এখতিয়ার আদালতের নেই, শেখ মুজিবের রাষ্ট্রপতির শপথও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ', *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ এপ্রিল ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

৯৫ Article 35, *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

৯৬ এমাজ উদ্দীন আহমদ, "সংবিধানের ৫ম সংশোধনী আইন", *দৈনিক যায়যায়দিন*, ২০ জুন ২০০৯, পৃ. ৪৯।

৯৭ "সংসদে পাশ হওয়া পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করার এখতিয়ার আদালতের নেই, শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতির শপথও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ," *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ এপ্রিল ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; এমাজ উদ্দীন আহমেদ, *Op.cit.*; ড: মাহবুব উল্লাহ, *Op.cit.*

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত ঃ

রায়ে বলা হয়েছে "দেশে কোন সংকট দেখা দিলে অথবা কোন দুর্যোগের ঘনঘটা, সংবিধান লঙ্ঘনের অজুহাত হতে পারে না।"[৯৮] আসলে যতদিন সংবিধান কার্যকর থাকে ততদিন কোন সংকটের সৃষ্টিই হয় না। সংকটের সৃষ্টি হয় তখন, যখন সংবিধান অকার্যকর হয়ে পড়ে অথবা সংবিধান অনুযায়ী গৃহিত পদক্ষেপ কোন অর্থপূর্ণ দিকনির্দেশে ব্যর্থ হয়, অথবা গোলযোগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আরো বিপন্ন হয়ে পড়ে। ২০০৭ সালের ২২ শে জানুয়ারীতে ৯ম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হবার কথা ছিল সংবিধান অনুযায়ী। সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সংবিধান রক্ষা পেতো হয়তো, সারাদেশে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হতো, যা কল্পনা করতে ভয় হয়। তখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়তে পারতো। যদি কোন ঘোষণা তা সামরিক হোক অথবা বেসামরিক হোক, রাষ্টের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করে অথবা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানকে কার্যকর হতে সহায়তা করে, তবে সে ঘোষণার সাংবিধানিক মূল্যায়ন কি হবে? সামরিক শাসন কখনো বলে কয়ে আসেনা। মানুষের সামনে যখন আর কোন পথ খোলা থাকেনা, সেকম পরিস্থিতিতে সামরিক শাসনের আগমন মানুষের মনে অনেকক্ষেত্রে স্বস্তি এনে দেয়। *মিসেস হালিমা খাতুন বনাম বাংলাদেশ*[৯৯] মামলায় প্রধান বিচারপতি ফজলে মুনিম যা বলেছেন- অথবা *রাষ্ট্র বনাম হাজি জয়নাল আবেদীন*[১০০] মামলায় প্রধান বিচারপতি রুহুল ইসলাম যে রায় দিয়েছেন তাতে আদর্শিক অঙ্গীকার থেকে রাজনৈতিক বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে। *হালিমা খাতুন বনাম বাংলাদেশ* মামলায় সামরিক শাসনের বৈধতা তুলে ধরে ডকট্রিন অব নেসেসিটি সমুন্নত রেখে বলা হয় "The Constitution is a law for ruler's and people, equally in war and in peace, and covers with shield of its protection all classes of men at all times and under all circumstances." রায়ে আরো বলা হয় "Emergency must be faced through constitutional method, not by extra constitutional intervention." যদিও আপীল বিভাগ ৫ম সংশোধনী মামলার রায়ে ভবিষ্যতে কোনভাবেই কোন নীতি বা ডক্ট্রিনের ভিত্তিতে সামরিক শাসনকে মুল্যায়ন করা যাবেনা বলে অভিমত দিয়েছেন।

সংবিধানের ১১১[১০১] নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা বিবেচনায় নিয়ে হয়তো সরকার সংবিধান সংশোধন করবেন। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক বাস্তবতা ভিন্ন ছিল তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বই তখন বিপন্ন

---

৯৮ হাইকোর্টের রায়ের ১৮ নং দফা।

৯৯ *৩০ ডিএলআর (এসসি)*, ২০৭।

১০০ *৩২ ডিএলআর (এডি)*, ১১০।

১০১ সংবিধানের ১১১ নং অনুচ্ছেদ: "আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে।"

Scanned with CamScanner

ছিল। রাষ্ট্রই সংবিধানের জন্ম দেয়, সংবিধান রাষ্ট্রের জন্ম দেয়না। রাষ্ট্রের অস্তিত্বই যেখানে হুমকির সম্মুখীন, যেখানে সবসময় সংবিধানের আলোকে শাসনকার্য চালানো সম্ভব নাও হয়ে উঠতে পারে।

(গ) ৪র্থ সংশোধনী ও ৫ম সংশোধনীর মধ্যে পছন্দনীয় নীতি রায়ে গৃহিত হয়েছে

রায়টি লিখতে গিয়ে বিচারপতিগণ উল্লেখ করেছেন ৪র্থ সংশোধনীর অগণতান্ত্রিক বিষয়গুলোর কথা, কিন্তু ৪র্থ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা দেয়া তাদেরপক্ষে অসম্ভব ছিল। রায়ে এর পেছনে তিনটি কারণ দেখানো হয়েছে- যেহেতু

১. ৪র্থ সংশোধনী নিয়ে কোন মামলা করা হয় নাই;

২. বিচারকদের সামনে অত্র মামলায় ৪র্থ সংশোধনীর কোন বিচার্য বিষয় ছিলনা এবং

৩. ৪র্থ সংশোধনীটি একটি সার্বভৌম সংসদ এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিপুল সমর্থনেই পাশ হয়েছিল।

অন্য দিকে অষ্টম সংশোধনী মামলায় আপীল বিভাগ রায় দিয়েছেন যে, কোন সার্বভৌম সংসদও সংবিধানের মৌল কাঠামোকে সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারবে না।[১০২] মামলাটির বিচার্য বিষয় ছিল সংবিধানের ৫ম সংশোধনী। ৪র্থ সংশোধনীর কোন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করার এখতিয়ার স্বীকৃতভাবেই হাইকোর্টের ছিল না। তাহলে এ রায়ে সংবিধানের ৯৫, ৯৬, ৪৪, ১০২নং অনুচ্ছেদে ৪র্থ সংশোধনী কর্তৃক গৃহিত অংশটুকু বাদ দিয়ে ৫ম সংশোধনী কর্তৃক সংযোজিত অংশটুকু বৈধ ঘোষণা করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে ৪র্থ সংশোধনীর বিধানকেই বাতিল করা হয়েছে।[১০৩] কিন্তু ৪র্থ সংশোধনী কর্তৃক গৃহিত যে সকল বিধান ৫ম সংশোধনী কর্তৃক বাতিল কিংবা বিলুপ্ত করা হয় নাই, সে ব্যাপারে আপীল বিভাগ কোন মতামত প্রদান করেন নাই, ফলে ৪র্থ সংশোধনী কর্তৃক গৃহিত সেই সকল বিধান কার্যকর থাকছে। ৫ম সংশোধনী বাতিলের হাইকোর্টের উল্লেখিত রায় নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সংশোধনী বাতিলের চূড়ান্ত রায়ে ৫ম সংশোধনী যে সংসদে গৃহিত হয়েছিল, সে সংসদের ক্ষমতা কতটুকু এবং সংবিধানের ১৪২[১০৪] নং অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে মেনে চলা হয়েছে কিনা, সে ব্যাপারে আপীল বিভাগ কোন মতামত দেন নাই। হাইকোর্ট বিভাগের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে ৪র্থ সংশোধনী অবৈধ ঘোষনা করা সংশ্লিষ্ট আদালতের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ ৪র্থ সংশোধনীটি পাশ করেছিল

---

১০২ *আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ*, (১৯৮৯) বিএলডি (SPL), I.

১০৩ মো: আব্দুল হালিম, *Op.cit.*

১০৪ Art 142: "সংসদের আইন দিয়ে সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের মাধ্যমে সংশোধিত হতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এ বিলে ২/৩ অংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।"

Scanned with CamScanner

একটি সার্বভৌম সংসদ এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিপুল সমর্থনে। ৫ম সংশোধনী পাশকারী যে সংসদ ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল, সেই সংসদ যদি বৈধ ও সার্বভৌম সংসদ হয়ে থাকে তবে সেই সংসদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হওয়া ৫ম সংশোধনী সুপ্রীমকোর্ট বাতিল করতে পারে কিনা, অনেক আইন বিশেষজ্ঞ সে ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[১০৫] হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে এ ব্যাপারে কোন যুক্তি উপস্থাপন করা হয়নি। আবার আপীল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়েও এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাওয়া যায়নি।

(ঘ) হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার ও মামলার বৈধতার প্রশ্নে

৫ম সংশোধনী মামলাটির উৎপত্তি ঘটে ২০০০ সালে দায়ের করা একটি রীট মামলার মাধ্যমে, যা সংবিধানের ১০২(১) এবং ৪৪ নং অনুচ্ছেদে অনুমোদিত। ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের এই উভয় অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়েছিল।[১০৬] বিচারপতি সায়েম ১৯৭৬ সালে মার্শাল ল' ফরমানের মাধ্যমে সংবিধানের ১০২(১) এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপন করেন। ৫ম সংশোধনী তথা উক্ত ফরমানের মাধ্যমে সংবিধানের ১০২(১) এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ সংযোজন না করলে বর্তমান রায়ের মামলাটিই আদালতে গ্রহণযোগ্য হতো না। তাছাড়া ৫ম সংশোধনী বাতিল হলে ১৯৭৬ সাল থেকে সংবিধানে পুনরুজ্জীবিত ১০২(১) ও ৪৪ নং অনুচ্ছেদের অধীনে যত হাজার হাজার রীট মামলা বিগত ৩১ বছরে শুনানী হয়েছে, রায় হয়েছে; শুনানীর অপেক্ষায় আছে, সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অসাংবিধানিক হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল; এমনকি এই মামলাটিও।[১০৭] যদিও হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া রায়ে এ ব্যাপারে কোন মতামত প্রদান করা হয়নি, আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায়ে এ ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(ঙ) সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা চরমভাবে ব্যাহত হওয়ার প্রশ্নে

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন সম্পর্কে এই রায়ে কোন কথা বলা হয়নি। রায় অনুযায়ী সামরিক শাসন অবৈধ হলে এরশাদের সামরিক শাসন ও তার পরবর্তী ৯ বছরের শাসন এবং ঐ মেয়াদে গৃহিত সকল পদক্ষেপও অবৈধ হবে। ইতিমধ্যে আইন বিশেষজ্ঞগন আপীল বিভাগ কর্তৃক

---

[১০৫] গোলাম মুনীর, "পঞ্চম সংশোধনী বিতর্ক, সংবিধান ও বাস্তবতা", *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৮ মে ২০০৯, পৃ. ৭: "জনগণের প্রত্যাশা ম্যান্ডেড ও পার্লামেন্টের ভারডিক্টে গৃহিত সাংবিধানিক সংশোধনী বাতিলের এখতিয়ার অন্যকারো নেই", দৈনিক সংগ্রাম ২৩ জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ২: M. Shahidul Islam, "Parliament, not Judiciary, is empowered to change Constitution," *The Holiday*, 8 January 2010, Front page; Asad Hossain Choudury, "Testing the Validity of 5th and 7th Amendment of the Constitution *57 DLR* 2005, Jr. 43.

[৯৯] *The Constitution (Fourth Amendment) Act*, 1975.

[১০৭] মো: আব্দুল হালিম, *Op.cit.*

বহালকৃত হাইকোর্টের এই রায়কে অতিরঞ্জিত, স্ববিরোধী ও আইনগত কর্তৃত্ব বহির্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১০৮] তারা বলেছেন যে, এ রায় বহাল হলে দেশে যে সাংবিধানিক শূন্যতা এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে তা থেকে রাজনীতি, সংসদ, শাসন ব্যবস্থা কোনটাই বাদ যাবে না।[১০৯] আগের সরকার যদি অবৈধ হয় তাহলে তারই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার পরবর্তী সরকারও বৈধ নয়। তাহলে প্রশাসন থেকে শুরু করে বিচার বিভাগ পর্যন্ত সব কিছুর অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হবে। রাষ্ট্রের কার্যক্রম ও সরকারের ধারাবাহিকতার রক্ষাকবচ হচ্ছে সংবিধানের সংশোধনীগুলো।[১১০] কোন সরকারের আমল অবৈধ ঘোষণা করা হলে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় শূন্যতা পুরণ হবে কি করে তা ভেবে দেখার বিষয়।[১১১]

প্রভাব ও পর্যালোচনা

সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে ৫ম সংশোধনী বাতিল হওয়ার অর্থ হচ্ছে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে যে সকল বিধান সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল, সেগুলোর কার্যকারিতা বিনষ্ট হবে এবং সঙ্গতকারণে সংবিধান পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাবে,[১১২] যদি না সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের রায়ে সে নির্দেশনাই প্রতিফলিত হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ৫ম সংশোধনীর মামলার রায়ের আলোকে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।[১১৩] আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানে পুরোপুরী ফিরে যাওয়ার ক্ষেএে আপীল বিভাগের রায়ই প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে। রায়ের মাধ্যমে একদিকে যেমন ৪র্থ সংশোধনীর সমালোচনা করা হয়েছে, অন্যদিকে ৫ম সংশোধনীর কিছু কিছু বিধানকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মূল সংবিধানে ফেরার ভিন্ন অর্থ হলো অতীতের সব সংশোধনীকে অস্বীকার করা। সব অতীত সুখকর নাও হতে পারে। কিন্তু সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকেনা। আপীল বিভাগের

---

১০৮ সাঈদ আহমদ, ' সুপ্রীম কোর্টের রায় স্বত্বেও ধর্মীয় বিষয়গুলো অক্ষুন্ন রেখে সংবিধান সংশোধন করা যায়----টি এইচ খান', *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩০ জুলাই ২০১০; 'আপীল বিভাগের রায় স্ববিরোধী'---খন্দকার মাহবুব হোসেন, *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ জুলাই ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা "সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল হওয়া ও কিছু কথা", *দৈনিক সংগ্রাম*, ৫ মে ২০০৯, পৃ. ৯; ' ৫ম সংশোধীর বিরুদ্ধে আপীল প্রত্যাহার আবেদন মঞ্জুর', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৪ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

১০৯ জিবলু রহমান "ঐতিহাসিক পঞ্চম সংশোধনী এবং তার পক্ষ-বিপক্ষ, *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৪ মে, ২০০৯, পৃ. ৯।

১১০ 'পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলেও, কার্যকর হবে না ৪র্থ সংশোধনী", *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ মে ২০০৯, প্রথম পাতা।

১১১ "৫ম সংশোধনী মামলার রায় বিভাজন", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ মে, ২০০৯, আইন অধিকার পৃষ্ঠা; "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল হলেও কার্যকর হবেনা ৪র্থ সংশোধনী", *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ মে ২০০৯, প্রথম পৃষ্ঠা।

১১২ "সংসদে পাশ হওয়া পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করার এখতিয়ার আদালতের নেই, শেখ মুজিবর রহমানের.রাষ্ট্রপতির শপথও ছিল প্রশ্নবিদ্ধ," *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৫ এপ্রিল ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

১১৩ *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ জুলাই ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

পর্যবেক্ষনেও ঘটে যাওয়া অতীত সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য মন্তব্য আছে। যদিও আপীল বিভাগের রায়ের আলোকে পুরোপুরি বাহাত্তরের সংবিধানে ফেরার সুযোগ নেই, তবে আপীল বিভাগের রায় বাস্তবায়ন করতে হবে সতর্কতার সাথে, রায়ের নির্দেশনা অনুসরন করা সংসদের জন্য বাধ্যতামূলক কিনা, সে ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও আইন প্রনয়নের ক্ষেত্রে সংসদই সার্বভৌম।[১১৪] বিভিন্ন সংশোধনীর ইতিবাচক দিকগুলোর সমন্বয় আসন্ন সংশোধনীকে গুরুত্ববহ করে তুলতে পারে। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির আন্তরিক স্বদিচ্ছা। সামরিক আইন জারি করে সংবিধান সংশোধন করা হলেও সংসদের মাধ্যমে তা অনুমোদন করা হয়েছে। সরকার চাইলেই সময়ের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের রায় নিয়ে ভিন্নতা থাকলেও এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদকেই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংযোজন করা হয়। হাইকোর্ট কিংবা আপীল বিভাগের রায়ে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি, ৫ম সংশোধনী বাতিল হওয়ার কারনে সংবিধান ১৯৭২ সালের প্রস্তাবনায় ফিরে যাবে এবং সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' কার্যকর থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপীল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে বহাল 'ধর্মনিরপেক্ষতার' বিধান 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' এর সাথে স্ববিরোধী[১১৫] হওয়া স্বত্বেও বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ৫ম সংশোধনী বাতিল হলেও তিনি 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' কথাদুটি সংবিধানে রেখে দিবেন।[১১৬] সংসদনেতা হিসেবে তার এই ঘোষনা হয়তো ৫ম সংশোধনী মামলার রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হবেনা এবং এর ফলে ৫ম সংশোধনী বাতিল হলেও আপাতদৃষ্টিতে সংবিধানে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' কার্যকর থাকছে। এ রায় বাধ্যতামূলক নয়, পরামর্শমূলক এবং সংবিধান কেমন হবে তা বলার এখতিয়ার সংসদীয় সার্বভৌমত্বের অধীনে সুপ্রীম কোর্টের নেই বলে অনেকেই মনে করেন।[১১৭]

---

১১৪ নাজমুল আহসান রাজু, ' রায়ের বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংসদই সার্বভৌম', *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ জুলাই ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

১১৫ 'আপীল বিভাগের রায় স্ববিরোধী'---খন্দকার মাহবুব হোসেন, *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩০ জুলাই ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

১১৬ বদরুদ্দীন ওমর, "ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ডিগবাজী", *দৈনিক আমার দেশ*, ১০ জানুয়ারী ২০১০, উপসম্পাদকীয় পৃষ্ঠা; আব্দুল মতিন খসরু, "এক বিলেই সংবিধানের সব ত্রুটি দুর হয় না", *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ২।

১১৭ সাঈদ আহমদ, ' সুপ্রীম কোর্টের রায় স্বত্বেও ধর্মীয় বিষয়গুলো অক্ষুন্ন রেখে সংবিধান সংশোধন করা যায়----টি এইচ খান', *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩০ জুলাই ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা; সালেহউদ্দীন,' সংবিধান সংশোধনের এখতিয়ার একমাত্র সংসদের---- সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরী', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩ আগষ্ট ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

সংবিধানের প্রস্তাবনার ২য় অনুচ্ছেদে সংবিধানের মূলনীতি সংশোধন করে বলা হয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শই এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।" উল্লেখিত রায়ের ফলে সংবিধান ১৯৭২ সালের প্রস্তাবনায় ফিরে যাবে এটাই স্বাভাবিক। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বলা হয়েছে যে - "রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎসাহ দান করিবেন এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক শ্রমিক ও মহিলাদের যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধি দেয়া হইবে"। ৫ম সংশোধনীতে আরো বলা হয়েছে যে, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই বিধানগুলো ছিলনা। ৫ম সংশোধনী বিলুপ্তির ফলে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আর থাকবে না, উপরন্তু জাতীয় জীবনে মহিলাদের বিশেষ অংশগ্রহণ বাতিল হবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ৮(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে "জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিসমূহ রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে" ৫ম সংশোধনীতে বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার অর্থে সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হইবে।' আরো বলা হয়েছে ".... আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করবেন ... আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে।" ৫ম সংশোধনী বাতিলের ফলে "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আর কার্যকর থাকবে না, মূলনীতি হিসেবে কার্যকর হবে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ১৯৭২ সালের প্রণীত সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদটি ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। অনুচ্ছেদটি ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা উহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।" এ অনুচ্ছেদের আলোকে সে সময়ের সরকার মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী ও পিডিপিসহ সকল ইসলামী দলকে অবৈধ ঘোষণা করেন । রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে দল গঠনে সাংবিধানিক ভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী।[১১৮] ৫ম সংশোধনী বাতিলের ফলে মূল সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে

[১১৮] Dr. KMA Malik, "Changes of Bangladesh Constitution: What the Govt is up to", available at *http://www.sonarbangladesh.com/article.php?/ID-1615* accessed on 10/01/10.

Scanned with CamScanner

এবং ইসলামী সকল দল, সংগঠন বাতিল করার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা থাকবেনা। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদের প্রথম অংশ প্রতিটি নাগরিকের শর্তসাপেক্ষে দল গঠনের অধিকার দিয়েছে। শর্তটি হচ্ছে উক্ত দলটি ধর্মীয় দর্শনের আলোকে হওয়া যাবেনা। অনুচ্ছেদটিতে বলা হয়েছে "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে ... সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে, তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষানুযায়ী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যে সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্যকোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবেনা।" এই অনুচ্ছেদ শুধু ধর্মীয় নাম নয় বরং ধর্মীয় দর্শন বা ধর্মীয় বিধান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত যেকোন রাজনৈতিক দল, সমিতি গঠন এবং এর সদস্য হওয়ার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তটি বাতিল করা হয়। ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায়ে শর্তটি পুন:প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর বাধা থাকবেনা, ফলে এদেশে ধর্মীয় দর্শনভিত্তিক কোন রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকার কিংবা বিদ্যমান কোন ইসলামী রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার অধিকার বিলুপ্ত হবে।

৫ম সংশোধনীর আপীলের রায়ে সংবিধানের ২৫(২) অনুচ্ছেদ বাতিল হয়ে যাওয়ায় মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদারের সাংবিধানিক যে তাগিদ ছিল তা আর কার্যকর থাকছেনা। ফলে মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের কুটনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে। এতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজারে যেমন ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে তেমনি নতুন শ্রমবাজারের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড রেমিটেন্সের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ১৯৭৯ সালের পর থেকে মুসলিম দেশগুলোতে লাখ লাখ শ্রমিক কাজ করছে এবং তারা কোটি কোটি টাকার রেমিটেন্স পাঠিয়েছে। মুসলিম দেশগুলো আমাদের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। শ্রমিক রপ্তানী করে তারা কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বন্ধুপতিম হিসেবে প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে সহযোগিতা করে যাচেছ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সংবিধানের ২৫(২) নং অনুচেছদের প্রেক্ষিতে দেশের অর্থনেতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। যেমনভাবে বহুদলীয় গনতন্ত্র এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদসহ অন্যান্য বিষয়গুলোকে মার্জনা করা হয়েছে, তেমনিভাবে আপীল বিভাগ জনকল্যানমূলক বিবেচনায় ২৫(২) নং অনুচেছদটি মার্জনা করে বহাল রাখলে দেশের জন্য সার্বিকভাবে ভালো হতো। ২৫(২) নং অনুচেছদটি বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে কিংবা সংবিধানে কি ধরনের পরিবর্তন আসবে তা এই মুহূর্তে বলা না গেলেও বিষয়টি জনকল্যানমূলক বিধায় তা সংবিধান সংশোধনের জন্য গঠিত সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির বিবেচনায় নেয়া উচিত।

Scanned with CamScanner

৫ম সংশোধনীতে বলা হয়েছিল সংবিধানের ৮, ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৮০ বা ৯২(ক) নং অনুচ্ছেদের সংশোধন আনতে হলে তা সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে গৃহীত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। অতপর রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেবেন কি দেবেন না এই প্রশ্নটি গণভোটে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে।[১১৯] ৫ম সংশোধনী বাতিল আদেশের ফলে গণভোটের আর প্রয়োজন থাকবেনা অর্থাৎ সরকার যে কোন সময় যে কোনভাবে সংবিধানের মৌলকাঠামোর যেকোন বিষয় গণভোট ছাড়াই বিলুপ্ত বা সংশোধন করতে পারবে। ১৯৭২ এর সংবিধান কিংবা ৪র্থ সংশোধনীতে না থাকলেও ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য হাইকোর্টে রীটমামলা রুজু করার অধিকার,[১২০] বিচারক নিয়োগের যোগ্যতা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধান,[১২১] জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান আপীল বিভাগ বহাল রাখলেও, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিধান,[১২২] প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা সংক্রান্ত বিধান,[১২৩] প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কার্যকারিতা আইনগতভাবে থাকবেনা। ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল।[১২৪] ৫ম সংশোধনী বাতিল হলে মানুষের বাক স্বাধীনতা আবার হরণ নাও হতে পারে।

রায় অনুসারে ৫ম সংশোধনী বাতিলের ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষিত সকল কার্যক্রম অবৈধ হবে এবং ফলশ্রুতিতে জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর ও এরশাদের বিচার হতে পারে।[১২৫] ৫ম সংশোধনীর পর এবার উচ্চ আদালতে সুরাহা হতে যাচ্ছে ৭ম সংশোধনীর।[১২৬] সংবিধানের এই সংশোধনীর মাধ্যমে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদের জারী করা সকল সামরিক ফরমান, আদেশ, সামরিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশ এবং তার কার্যক্রমের বৈধতা দেয়া হয়। আপীল বিভাগের রায় অনুসারে সরকার অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করলে, উক্ত আইনের আওতায় অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী

---

[১১৯] Art. 142 of *the Constitution of Bangladesh.*

[১২০] Art. 44 and Art 102 of *the Constitution of Bangladesh.*

[১২১] Art. 95(2), Art 102 of *the Constitution of Bangladesh.*

[১২২] Art. 42(2), Art 102 of *the Constitution of Bangladesh.*

[১২৩] Art. 66(2), Art 102 of *the Constitution of Bangladesh.*

[১২৪] অলিউল্লাহ নোমান, "পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের বিরুদ্ধে লিভ টু আপীল গ্রহণ," *দৈনিক আমার দেশ*, ৫ মে ২০০৯, প্রথম পৃষ্ঠা।

[১২৫] মোঃ জাকির হোসেন, "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল এবং বিএনপির গাত্রদাহ" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৫ মে ২০০৯, পৃ. ৭।

[১২৬] দিদারুল আলম, 'এবার উচচ আদালতে এরশাদের ক্ষমতা দখল', দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ জুলাই ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

হিসেবে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও এইচ এম এরশাদের বিচার সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর এর ফল হতে পারে চরম রাজনৈতিক সহিংসতা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তায় ভরা এবং এরই ধারাবাহিকতায় দেশে গৃহযুদ্ধও বাঁধতে পারে।[১২৭] আবার সংবিধান বহির্ভূতভাবে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর ক্ষমতায় থাকার বিষয়টিও হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ হতে পারে, অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন ঐ সময়ে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন না করায় তাদের বিরুদ্ধেও মামলা হতে পারে। ভবিষ্যতের জন্য অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধে সরকার আইন পাশ করার সিদ্ধান্ত নিলে সেক্ষেত্রে সংবিধানে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধির জন্য কিছু নির্দেশনাও অন্ত র্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কারন, ইতিহাস সাক্ষি দেয় অতীতে সরকার ও বিরোধী দলের পারস্পরিক অসহনশীলতা ও দায়িত্বহীনতার কারনেই অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীরা ক্ষমতা দখলের সুযোগ পেয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ৫ম সংশোধনী বাতিল করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের রয়েছে আদর্শগত ব্যবধান। আজ সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ন জাতীয় ইস্যুতেও বিভক্তি লক্ষ্য করা যাচেছ। অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটিতে নেই। বেশ কিছু মৌলিক ইস্যুতে (১৯৭২ এর সংবিধানে ফিরে যাওয়া, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা বাতিল) সরকার ও বিরোধী দলের অবস্থান এক নয়। এমনি এক পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটিকে সেই ব্যবধান মাথায় রেখে সতর্কতার সাথে সংবিধান সংশোধন করতে হবে, প্রয়োজনে সংবিধানের মূলনীতিসহ অধিক বিতর্কিত অনুচেছদগুলোকে বাংলাদেশের গনমানুষের রায় নেয়ার জন্য গনভোটে ছেড়ে দিতে হবে। এর মাধ্যমে আশা করা যায় গনভোটের মাধ্যমে গৃহিত এই সংশোধনী বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে, যেক্ষেত্রে থাকবেনা কোন রাজনৈতিক ব্যবধান।

উপসংহার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ৪র্থ সংশোধনীর যাবতীয় নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাবের অবসান ঘটানো হয়েছে[১২৮] এবং আপীল বিভাগের রায়েও এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।[১২৯] ৫ম সংশোধনী বাতিলের রায় শুধু একটি রায়ই নয়, এটি একটি ইতিহাসের মৃত্যু ঘটানোর

---

১২৭ "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল মামলা : দু'পক্ষ মুখোমুখি", *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৬ মে ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

১২৮ গোলাপ মুনীর, "পঞ্চম সংশোধনী বিতর্ক, সংবিধান ও বাস্তবতা", *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৮ মে ২০০৯, পৃ. ৭।

১২৯ 'Full Text of the Verdict of the Appellate Division on the Fifth Amendment to the Constitution', *The Daily Star*, 29 July 2010, p-23.

Scanned with CamScanner

এবং আর একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার মতো রায়।[১৩০] আপীলের পূর্ণাঙ্গ রায়ে আপীল বিভাগ '৭২ এর সংবিধানের প্রস্তাবনা, ১২ ও ৩৮ নং অনুচ্ছেদের শর্তাবলী দেশের ৯০ শতাংশ জনমানুষের মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী কিনা, রাষ্ট্রের কোন নাগরিককে দল গঠনে সাংবিধানিক ভাবে অযোগ্য ঘোষণা করা মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থী কিনা, প্রভৃতি ব্যাপারে কোন মতামত না দিলেও সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটিকে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া উচিত। ভারতের মতো দেশেও বিজেপি, ইসরাইলে, ইউরোপে ইহুদী ও খৃষ্টান ডেমোক্রেটসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মপন্থী দল শুধু রাজনীতি চর্চাই করেনা বরং সরকারও গঠন করেছে।[১৩১] মুসলিম বিশ্বে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, কুয়েত, ইরাক সোমালিয়াসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামভিত্তিক দলগুলো শুধু কার্যকরই নয় বরং সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় রয়েছে। অমুসলিম দেশ ভারত, শ্রীলংকা, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে ইসলামের নামে গঠিত দলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে গনতন্ত্রে আগ্রাসন বা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখল এমনিতেই ঘটেনি, প্রতিবারই গনতন্ত্রের ধারক-বাহকরা যখন জনজীবন বিপন্ন করে তুলেছেন নিজেদের স্বার্থে, তখনই সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ হয়েছে।[১৩২] যুগের প্রয়োজনে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় এবং চাহিদার ক্ষেত্র বিশ্লেষণে সংবিধান সংশোধিত হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু বাংলাদেশের বেশিরভাগ সংশোধনীই নেয়া হয়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে। আসন্ন সংশোধনীও যদি সরকারের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য গ্রহন করা হয়, তবে ক্ষমতার পালাবদলে তা আবার সংশোধিত হওয়া অনিবার্য হয়ে উঠবে। এ বিষয়গুলোও হয়তো সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি বিবেচনায় আনবেন। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা কথাদুটি পরস্পরের থেকে ভিন্ন হওয়ার কারনে অনেক আইন বিশেষজ্ঞের মতে জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সরকারকে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার বাংলাদেশে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' থাকবে নাকি 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' থাকবে।[১৩৩] বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ দৃঢ়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস',

---

[১৩০] প্রফেসর ড. এ.বিএম মাহবুবুল ইসলাম, "হাইকোর্ট কর্তৃক সংশোধনী বাতিলের বিষয়বস্তু এবং এর প্রভাবঃ একটি নৈতিক ও আইনী পর্যলোচনা", *দৈনিক সংগ্রাম*, ২০ মে ২০০৯, পৃ. ৯।

[১৩১] Dr. KMA Malik, *Op.cit*

[১৩২] ক্যাপ্টেন (অব.) সালাহউদ্দীন আহমদ সেলু, 'বাহাত্তরের মূল সংবিধানে ফেরার পথ সংকীর্ন', দৈনিক যায়যায়দিন, ২৯ জুলাই ২০১০।

[১৩৩] ফরহাদ মজহার, "পঞ্চম সংশোধনী বাতিল?" *দৈনিক আমার দেশ*, ১০ মে ২০০৯, উপসম্পাদকীয় পৃষ্ঠা।

Scanned with CamScanner

'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' প্রভৃতি বিষয়গুলোকে লালন করে।[১৩৪] বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনগণের এই বাস্তবসম্মত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলেছেন আদালতের মাধ্যমে ৫ম সংশোধনী বাতিল হলেও তিনি 'বিসমিল্লহির রাহমানির রাহিম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধানে রেখে দিবেন।[১৩৫] এ থেকে আশা করা যায় তিনি হয়ত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র স্থলে 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বহাল রেখে দেশের অধিকাংশ মানুষের বাস্তবসম্মত চাওয়া পুরণ করতে পারবেন অর্থাৎ ৫ম সংশোধনী বাতিল হলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' অংশটুকুকে সংবিধানে রেখে দেবেন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির চিত্র ও মানসিক শান্তি বজায় থাকবে বলে আশা করা যায়।

---

১৩৪ এবিএম মুসা, "সংবিধান সংশোধনের রাজনৈতিক বিরোধীতা", *দৈনিক প্রথম আলো*, ১লা অক্টোবর, ২০০৯, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা; "ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ প্রসঙ্গেঃ মুসল্লী জনতার বিক্ষোভ" - *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ৯ জানুয়ারী ২০১০, প্রথম পৃষ্ঠা।

১৩৫ বদরুদ্দীন ওমর, "ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের ডিগবাজী", *দৈনিক আমার দেশ*, ১০ জানুয়ারী ২০১০, উপসম্পাদকীয় পৃষ্ঠা; আব্দুল মতিন খসরু, "এক বিলেই সংবিধানের সব ত্রুটি দুর হয় না", *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ অক্টোবর ২০০৯, পৃ. ২।

Scanned with CamScanner